প্রথম আলো

তারিখ ... 12 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ...

শরীয়তপুরের ২৮ সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই

সত্যজিৎ ঘোষ, শরীয়তপুর ●

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার শিবসেন গ্রামের মোবারক দেওয়ান মেমোরিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৩৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু কোনো শিক্ষক পদায়ন করা হয়নি। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবী দিয়ে এ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রেখেছেন।

শুধু এই বিদ্যালয়ই নয়, এমন আরও ২৭টি সরকারি প্রাথমিক

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক পদায়ন করা হয়নি। স্বেচ্ছাসেবী ও প্রেষণে আনা শিক্ষক দিয়ে চলছে এসব বিদ্যালয়ের পাঠদান। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে জেলার বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলোতে ২৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব বিদ্যালয়ে পাকা ভবন নির্মাণ ও আসবাব সরবরাহ করা হয়, কিন্তু কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। অন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রেষণে শিক্ষক এনে এসব বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করা হয়। প্রেষণে আসা শিক্ষকেরাও পর্যায়ক্রমে তাঁদের বিদ্যালয়ে ফিরে যান। এ কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক দিয়ে এসব বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রাখা হয়। এ ছাড়া জেলার ২৮টি বিদ্যালয়ের সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে না।

মোবারক দেওয়ান মেমোরিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবী সাগর আহম্মেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এলাকার ছোট শিশুদের কথা বিবেচনা করে এ বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক হিসেবে কাজ করছি। এখানে সব স্বেচ্ছাসেবী কলেজশিক্ষার্থী। আমাদের উদ্দেশ্য বিদ্যালয়টি টিকে থাকুক, চরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো পাক।'

স্থানীয় কাঁচিকাটা ইউপির চেয়ারম্যান আবুল হাসেম দেওয়ান বলেন, 'আমি এ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষককে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা সম্মানী দিই। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার জন্য অনেকবার শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অনুরোধ করেছি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।'

সদর উপজেলার উপরগাঁও হাচেন দেওয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ১০০ জন। কিন্তু এ বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। গত বছর জানুয়ারি থেকে একই উপজেলার কাচারিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফাতেমা তুজ জোহরা ও বগাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আফরোজা কান্তা প্রেষণে এ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। পাঠদানের পাশাপাশি তাঁদের দাপ্তরিক কাজও করতে হয়।

সম্প্রতি ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি কক্ষে বসিয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে শিক্ষক ফাতেমা তুজ জোহরা বলেন, 'অসম্ভব একটি কঠিন কাজ একা করে যাচ্ছি। দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, নতুন প্রতিষ্ঠিত এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মন্ত্রণালয় চারজন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এখনো কোনো শিক্ষক পদায়ন করেনি। তবে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়গুলো চালু রাখার নির্দেশ রয়েছে।